কবি-কাহিনী

হেমেন্দ্রশেখর জানা

এক ছিল রাজা। রাজা রাজত্ব করিতেছেন আজ ত্রিশ বৎসর।তাঁহার রাজত্বে প্রজারা সকলেই যারপরনাই সুখে আছে। অন্ততকোথাও কোনও অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ হয়নাই। রাজা নিজেও তাই বড় পরিতৃপ্ত, সুখী।

সেদিন রবিবার। রাজ্যে ছুটির দিন। রাজাপ্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া সংবাদপত্র সহযোগে চা পান করিতেছিলেন। প্রথমপৃষ্ঠায় গতকল্যের উল্লেখযোগ্য সংবাদসমূহ পরিবেশিত হইয়াছে। এবংপ্রতিদিনকার মতো কোনও ঘটনার জন্যই রাজার নীতি কিংবা ঔদাসীন্যকেদায়ী করা হয় নাই।

অতিরিক্ত বর্ষণে নক্ষত্রনদীর ভয়ংকর ভাঙনেসাতখানি গ্রাম বিলুপ্ত হইয়াছে, নয় শত পরিবার গৃহহীন হইয়াছে এবংদেড়শতাধিক মানুষের মৃত্যু হইয়াছে। তবে ইহার জন্য গৃহহীন মানুষেরাপ্রকৃতিকেই দোষারোপ করিয়াছে; মৃতের আত্মীয়বর্গ বিধিরবিধানকে স্বীকার করিয়া শুধুমাত্র ক্রন্দনকেই অবলম্বন করিয়াছে। কেন না বর্তমানরাজার পূর্বপুষ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একবার বাঁধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন,তাহা ভাঙিয়া যাইলে রাজার আর কী করণীয় আছে? অবশ্য দুই-একজন নিন্দুক ‘বাঁধরক্ষণাবেক্ষণ হয় নাই’ বলিয়া অভিযোগ তুলিবার চেষ্টাকরিয়াছিল, কিন্তু অচিরাৎ প্রমাণিত হইয়াছে, রক্ষণাবেক্ষণশব্দটি কেবল গৃহের আসবাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, নদী বাঁধের ক্ষেত্রেনহে।

রাজ্যে দশটি কারখানায় একমাস যাবৎ শ্রমিক ধর্মঘটচলিতেছে। কালও আলোচনা ভেস্তিয়া গিয়াছে। মালিকগণ ভাবিতেছেন,তাঁহারা অন্য কোন্য রাজ্যে কারখানা উঠাইয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতেরাজ-অনুগামী শ্রমিকনেতাগণ বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বরং উল্লসিত হইয়াছেন।তংাহারা শ্রমিকদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, ওই চারিটি কারখানা চত্বরেতাঁহারা মহানন্দে পটলের চাষ করিবেন এবং হিসাব কষিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন,পটল তুলিয়া প্রত্যেক শ্রমিক বর্তমান বেতন অপেক্ষা অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে পারিবে।

রাজধানীতে রাজসভা পরিচালিত চিকিৎসালয়ে গত একসপ্তাহে পঁয়ষট্টিটি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। চিকিৎসক নাই, ঔষধ নাই,চিকিৎসক ও শুশ্রুষাকারিণীদের আন্তরিকতা নাই-- এই অভিযোগ নাতুলিয়া হতভাগ্য পিতামাতারা তাহাদের সন্তানদের নিয়তিকেই মানিয়ালইয়াছে। রাজসভা পরিচালিত একটি চিকিৎসালয় যে অন্তত তাহাদেরজন্য আছে, ইহাতেই তাহারা নিজেদের ধন্য ও কৃতার্থ মানিয়াছে।

একদল দুষ্কৃতি বিবাহবাসরগামী একটি গাড়ি থামাইয়াআটজন অনূঢ়া যুবতীকে ধর্ষণ করিয়াছে, কাহারও কাহারওস্তনবৃন্ত কর্তিত করিয়াছে। ইহার জন্য হতভাগিনীরা রাজারআরক্ষাবাহিনীকে না দুষিয়া নিজেদের ভাগ্যকেই গালি পাড়িয়াছে।

রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তীয় অঞ্চলেতিনজন যুবক গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সংবাদেপ্রকাশ,তাহারা রাজার নামে জয়ধ্বনি করিত না। ইহা যে অত্যন্তগর্হিত অপরাধ, রাজ্যবাসী তাহা সকলেই জানে। তাই রাজার নিজস্বসম্মান-রক্ষক বাহিনী তাহাদেরকে এই সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়াছে।

আদ্যোপান্ত সমস্ত সংবাদ পাঠ করিয়া রাজাঅত্যন্ত প্রীত হইলেন। অতঃপর হৃষ্টচিত্তে সম্পাদকীয়তেমনোনিবেশ করিলেন। রাজ্যের এই মুখ্য সংবাদপত্রটির দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টিসবিশেষ মূল্যবান। ইহাকে রাজ্যের বুদ্ধিজীবী মহলের চিন্তারপ্রতিবিম্ব বলিয়া ধরা হইয়া থাকে। সেইখানে মহা আড়ম্বরে রাজার এইত্রিশ বৎসরের রাজত্বকালকে সুবর্ণযুগ বলিয়া আখ্যাত

করা হইয়াছে। পড়িয়ারাজা অত্যন্ত আাদিত হইলেন। এই রকম ঐতিহাসিক সম্মান পৃথিবীতেখুব কম রাজার ভাগ্যেই জুটিয়াছে। দিনটিকে চিরস্মরণীয় করিয়ারাখিবার জন্য সপ্তাহব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা যায় কি না ভাবিতে-ভা বিতেরাজা রবিবাসরীয়পত্রে মনোনিবেশ করিলেন। রবিবাসরীয় পত্রটি গল্প, কবিতাএবং ছোট ছোট নিবন্ধের ডালি লইয়া প্রকাশিত হয়। রাজা সাহিত্যমনস্কএবং সংস্কৃতিপ্রেমী বলিয়া খ্যাতিমান। এই খ্যাতির প্রতি সম্মানজানাইতেই তিনি সমকালীন কবি-সাহিত্যিকদের রচনা গভীর মনোযোগে শ্রদ্ধারসহিত পাঠ করিয়া থাকেন। এবং বিভিন্ন বক্তৃতায় এইসব স্ফুলিঙ্গ যখন নিঃসৃতহয়, শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া শুধু চাহিয়া থাকে।

চন্দ্রকান্ত চাকলাদারের একটি প্রেমেরগল্প প্রকাশিত হইয়াছে-- 'তুমি, কেবল তুমি।' পড়িয়ারাজা অত্যন্ত পুলকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অহো,প্রেমের কী মহিমা!' সেই সঙ্গেশ্লাঘা বোধ করিলেন, রাজ্যে এমনপরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই এবং প্রজাবর্গ সুখেদিনাতিপাত করিতেছে বলিয়াই এমনগোলাকার প্রেম সম্ভব হইয়াছে। কেন না, লেখক তো সমাজেরই জীব।

ডানদিকে দুই কলম জুড়িয়া কবিতা প্রকাশিতহইয়াছে। প্রথম কবি, মদনমোহন দাশগুপ্ত। আহা! 'রাজচন্দ্রিকা'কবিতায় র াজার কী স্তুতিপদ্যই -না লিখিয়াছেন! খুশিতে জগমগ হইয়া রাজাপর পর দুইবার তাহা সরব আবৃত্তি করিলেন। সেই মতো দ্বিতীয় ও তৃতীয়কবিতাটিও পাঠ করিলেন। কিন্তু শেষ কবিতাটিতে রাজা একটু থমকিয়া গেলেন। খুব সূক্ষ্মভাবে তাঁহ াকে কি সমালোচনা কারা হইয়াছেকবিতাটিতে? বিশেষ করিয়া তাঁহার শিক্ষানীতি লইয়া? কবিটি কে?

রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁর লাল বাঁধানো খাতাটি খুলিয়াকবি নদের চাঁদ হোড়ের নামটি লিখিয়া রাখিলেন।

রবিবাসরীয় পত্রের তখনও দুইটি পৃষ্ঠা বাকি ছিল।কিন্তু রাজা তাহাতে আর মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। পত্রটি মুড়িয়ারাখিয়া কেদারায় অর্ধশয়ান হইলেন।

বিগত দশ-বারো বৎসর তাঁহার বিদ্ধে একটু-আধটুকথাবার্তা যে উত্থিত হইতেছে না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার বিশেষসম্ম ানরক্ষক বাহিনী তাহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দিতেছে।কিন্তু ইহা যে দেখা যাইতেছে, তলে তলে গোকুলে বাড়িয়া একেব ারে কবিরউপলব্ধির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। কবি লেখকগণ অতি সাংঘাতিক প্রাণী।বন্দুক, কামান নাই বটে, কিন্তু হাতে ত াহাদের লেখনি রহিয়াছে। আকৃতিতেতাহা আবার কতকটা মিসাইলের মতো দেখিতে।

অন্তস্তল হইতে একটি শ্বাস উঠিয়া আসিতেছিল।রাজ তাহা চাপিয়া রাখিলেন। এই যে আজিকে কবিতাটি প্রকাশিত হইল,সারা রাজ্যে তাহা ছড়াইয়া যাইবে। জনগণ পড়িবে, তাহার পর মুখে মুখেগনাইয়া উহা তাহাদের মর্মে বিদ্ধ হইয়া য াইবে। আজিকালকার জনগণও বেশবুদ্ধিমান হইয়া উঠিয়াছে। ইঙ্গিতকে মুহূর্তের মধ্যে তাহারা সঙ্গীতে পরিণতকরিয়া লইতে পারে। ইহার জন্যই তো মহাপ্রাজ্ঞ প্লেটো মহাশয়তাঁহার ইউটোপিয়া রাজ্যে কবিদিগের কোনও স্থান রাখেন নাই। রাজার অন্তরে একটি অস্বস্তি বোধ হইতেলাগিল। তিনি সংস্কৃতিপ্রেমী ও সাহিত্যরসিক বলিয়া রাজ্যে ছোটবড়,বাণিজ্যিক - অবাণিজ্যিক অসংখ্য পত্র - পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তাহারসিংহভাগই তাঁহার নজরে আসে না। সেই সব পত্রে গোপনে গে াপনে এমনই একটিবিদ্ধ স্রোত কি প্রবাহিত হইতে শু করিয়াছে! তাহা হইলে তো সর্বনাশ !বিশেষ সম্মানরক্ষক বাহিনী কী করিতেছে? বসিয়া-বসিয়া তাহারা কিকেবল সিগার—। না, ইহা উহাদের কর্ম নহে। শিল্প-সাহিত্যের সূক্ষ্মখোঁচা বুঝিব ার সাধ্য উহাদের নাই। অত্যন্ত সুকৌশলে উহাদের মননহীন,বোধহীন, অন্ধকরিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা হইলে উপায় ?

আজিকার ফল্গুস্রোত আগামীকালবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা হইয়া উঠিলে রোধ করিব কী করিয়া?

ওষ্ঠ-অধরের সঙ্গমস্থলে রাজার তর্জনীটিবড়শির মতো বাঁকিয়া উঠিয়া বার কয়েক যাওয়া-আসা করিল। ইহা রাজ ারগভীর চিন্তনের বহিঃপ্রকাশ। এবং কাকতালীয় বা সংস্কার নহে, এইভঙ্গিতে সমাধানও অতি দ্রুত মৎস্যরাজের ন্যায় তর্জনীর বড়শিতে গাঁথিয়াউঠিয়া আসে। এবং এক্ষণে তাহা আসিলও। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহারআপ্তসহায়ককে দূরভাষে স্মরণ করিয়া মন্ত্রীসভার এক জরি অধিবেশনডাকিতে আদেশ করিলেন।

রাজার মুখে সমস্যাটি শুনিয়া সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীকিয়ৎক্ষণ নিশ্চুপ বসিয়া রহিলেন। অতঃপর আরক্ষা-মন্ত্রী কহিলেন,'ইহাতে দুশ্চিন্তার খুব বেশি কারণ দেখিতেছি না, মহারাজ। আপনিঅনুমতি করিলেই আমাদের বিশেষ সম্মানরক্ষক বাহিনী এক র াত্রির মধ্যেইকবিটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা লইতে পারে।'

সংস্কৃতি-মন্ত্রী বলিয়া উঠিলেন, 'আমি আগামী কল্যইএকটি বিশেষ দপ্তর খুলিয়া জরি বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়া ছোট-বড়,বা

ণিজ্যিক-অবাণিজ্যিক প্রকাশিত সমস্ত পত্র-পত্রিকার একটি বাধ্যতামূলকজমার ব্যবস্থা করিতেছি। একটি সুশিক্ষিত প্রতিনিধিদল তাহাঅনুপুঙ্খ পাঠ করিবে, এবং বিদ্ধাচারী কবি-লেখকের সন্ধান পাইলেই আমাদেরসম্মানরক্ষক বাহিনী—
রাজা হাত তুলিয়া সংস্কৃতি-মন্ত্রীকে থামাইয়া দিলেন।তাহার পর কহিলেন, 'আপনাদের বিবেচনা বড়ই হঠকারী। আপনার াইতিহাস হইতে শিক্ষালাভের কোনও চেষ্টাই করিতেছেন না।'
'পুরাকালে ভারতবর্ষে ইংরাজ নামে এক রাজাঅধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি মাত্র এক শত নববই বৎসর রাজত্ব করিয়া অবশেষেরাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার প্রধান কারণহইল, তিনি কবি-লেখক-নাট্যকার-অভিনেত া-সঙ্গীতশিল্পী ইত্যাকারপ্রাণীদিগের উপর দমন-পীড়ন-মারণ ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগকরিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, এই শ্রে ণীর প্রাণীগণ রক্তবীজের বংশধর।হত্যা করিয়া উহাদের নাশ করা অসম্ভব। একটি হত্যা করিলে আবার লক্ষলক্ষ জন্ম াইবে। একটি কাব্য আটক করিলে, তাহা লইয়া হাজারটিনাটক জাগিবে। তাহারই ফল ভুগিতে হইয়াছিল রাজা ইংর াজকে।'
'তাহা হইলে উপায়?'
'উহাদের তোষণ করিতে হইবে। তেমন হইলে খরচেরকথা না ভাবিয়া পোষণও করিতে হইবে। প্রতিনিয়ত মধুর মধুর নান াউপাদেয় মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তাহাদের মুখগুলিকে মৌমাছিকরিয়া তুলিতে হইবে। যাহাতে তাহাদের লেখনিগুলিস্ বতঃপ্রণোদিতভাবে রাজার নামে মধু উদগীরণ করে। একান্ত মধুঢালিতে না পারিলে যেন অন্তত নীরব থাকে।'
'সাধু সাধু' বলিয়া সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলী রাজারবুদ্ধির ভূয়সী তারিফ করিতে লাগিল। আপ্তসহায়ক কহিলেন, 'তাহা হইলেকরণীয়?'
রাজা কহিলেন, 'আমার পিতা, মাতা, পিতামহ ওপ্রপিতামহের নামে চারটি পুরস্কার চালু করিয়া দিন। পুরস্কারেরঅর্থমূল্য হউক পঞ্চাশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ অনুগামীদেরপ্রতি বৎসর ত্রমান্বয়ে পুরস্কারগুলি বিতরণ করিবার ব্যবস্থ াকন। ত্রমে ঐগুলিই কবি-লেখকদের নিকট সিদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি বলিয়াপরিগণিত হইবে। তাহা হইলে অন্তরালে যাহ ারা বিরূপ তাহারাপ্রকাশ্যে অনুগামী হইবে।'
'আর নবীনদিগের জন্য?'
'তাহাদিগকেও বশীভূত রাখিবার একটি উপায়স্থির করিয়াছি। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মে, শরতে শীতে উহাদের স্বরচিত রচনা প াঠকরিবার উৎসবের আয়োজন কন। নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকিয়া আনুন। উহারাআসিযা খাউক, কিছু গাউক, তাহারপর হই-হুল্লোড় করিয়া, কিছু রাহা খরচ লইয়া বাড়ি ফিক। রাজা যেসাহিত্যের একজন মহান পৃষ্ঠপোষক, উহা যেমন সুপ্রতি ষ্ঠিতহইবে, তেমনি নবীনরাও 'আমরা রাজ-দরবারে আমন্ত্রিত' এই ভাবিয়ানিশ্চিতই আত্মাঘা অনুভব করিবে। অতঃপর ত াহারা অনুগামী প্রবীণ হইয়াউঠিলে—
মন্ত্রীমণ্ডলী পুনর্বার 'সাধুসাধু' বলিয়া রাজারবুদ্ধির তারিফ করিল এবং সভা সমাপ্ত হইল।
তিন বৎসর অতিত্রান্ত হইয়া গেল। তিন বৎসরেবারোজন প্রবীণ পুরস্কৃত হইয়া গর্বে গদগদ হইলেন। অগণিত নবীনরাজে াৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়া আাদে আটখানা হইয়া চবিবশকাহন করিয়া আত্মপ্রচার করিল। সংস্কৃতি-মন্ত্রীর বিশেষ দপ্তরেসুশিক্ষিত প্রতিনিধিদল লক্ষ করিল, ছোট-বড় বাণিজ্যিকঅবাণিজ্যিক কোনও পত্র-পত্রিকাতেই অ ারখোলাখুলি দূরে থাক, ইঙ্গিতেও কোনও কবি-লেখক রাজার বিদ্ধে কোনও কিছুইলিখিতেছেন না। বরং কেহ কেহ প্রমাণ করিয়া ছাড়িতে লাগিল যে এইরাজার জন্যই রাজ্য অধঃপতন হইতে রক্ষা পাইয়াছে। এবং এই রাজারগুণেই এই রাজ্য ধরাধামে প্রগতিশীল বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। তাহারারাজার গর্বে দলবদ্ধ হইয়া রাজধানীর পথে পথে বারংবার পদয াত্রাও করিল। শুধুতাহাই নহে, রাজা নিজেও লক্ষ করিলেন, কবি-লেখকগণ প্রকাশ্যে তাঁহারস্বপক্ষে আসায় এই তিন বৎসরে তাঁহার জনসমর্থনও পূর্বের তুলনায় অনেকবেশি উচচকিত হইয়াছে। বর্ষপূর্তি উৎসবে জন-জমায়েতের ক্ষেত্র ত্রমশইবাড়াইতে হইতেছে। এবং উৎসব শেষে রাজার নামে যে প্রথাগত জয়ধবনিতোলা হয়, তাহাতে এই তিন বৎসরে বেশ প্রাণের জোয়ার দেখা যাইতেছে।খবর আসিতেছে, তাহারা স্ব স্ব অঞ্চলে ধর্ম-কাম-মোক্ষ ভু লিয়া (অর্থকেভোলা সম্ভব হয় নাই,। ভুলিলে খাইবে কী প্রকারে?) দিবারাত্ররাজার ইষ্ট সম্পাদনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছে।
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া রাজা অতীবসন্তোষলাভ করিলেন। কিন্তু—

কেবলমাত্র একটি কিন্তুই তাঁহার গলায় মাঝে-মধ্যেখিচখিচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। তিনি নদেরচাঁদ হোড়। সদ্যযৌবন উত্তীর্ণকবিটি বর্তমানে লিখিতেছেন প্রচুর এবং তাঁহার কাব্যও বেশউন্নতমানের। প্রপিতামহের নামাঙ্কিত পুরস্কারটি অনেকপ্রবীণকে টপকাইয়া দ্বিতীয় বৎসরেই তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছিল।নবীনদের শীতকালীন উৎসবে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, তবুতাঁহাকে পোষ মানাইতে পারা যাইতেছে না। তাঁহার এক-একটি কবিতা যেনশাণিত ছুরিকা, সরাসরি মর্মে আসিয়া বিদ্ধ হইতেছে। ইদানীং আবার তিনিগদ্যও ধরিয়াছেন। রাজার সমালোচনামূলক নিবন্ধগুলি, যাহাকে বলে, একেবারেকাছা খুলিয়া দিতেছে। এবং তিনি খবর পাইয়াছেন, জনগণের কেহ কেহ সেগুলিবেশ তারিয়া তারিয়া উপভোগ করিতেছে। আর কী আশ্চর্য, রাজ্যের মুখ্যসংবাদপত্রটিও ইদানীং তাহার চরিত্র বদলাইয়া ফেলিয়াছে! আজই ইহাতে নদেরচাঁদ হোড়ের এই রকম একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা আরওভয়ানক, সমস্যা ধরিয়া-ধরিয়া তিনি একেবারে মূলে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। এইবারমূল ধরিয়া টান মারিলে সিংহাসন উল্টাইতে আর বিলম্ব হইবে না।

ওষ্ঠ-অধরের সংগমস্থলে রাজা তাঁহারতর্জনীটি বড়শির মতো বাঁকাইয়া বার কয়েক যাওয়া-আসা করাইলেন। এবংকী আশ্চর্য, তৎক্ষণাৎ একটি সমাধানসূত্র ঝপ করিয়া বঁড়শিতে গাঁথিয়া গেল।

সেদিন সভায় আসন গ্রহণ করিয়াই রাজা বলিলেন,'আমার এই মহান, সুপ্রাচীন রাজবংশের রাজত্বকালে রাজ্যে একজনরাজ্যীয় -কবি না থাকাটি বড়ই অন্যায়। তাই স্থির করিযাছি,প্রতি বৎসর একজন করিয়া কবি এই রাজ্যীয়-কবির পদটি অলংকৃতকরিবেন। কবিকে সারাজীবনের জন্য মনোরম স্থানে একটি সুরম্য অট্টালিকাবাসের নিমিত্ত প্রদান কারা হইবে এবং আজীবন পঞ্চদশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তাঁহাকেমাসোহারা দেয়া হইবে। সেই সঙ্গে একটি পূর্ণ বৎসর তাঁহাকে বিশ্বভ্রমণও করানোহইবে।'

প্রস্তাব শুনিয়া মন্ত্রীমণ্ডলী তৎক্ষণাৎ'সাধু সাধ' বলিয়া হর্ষনাদ করিল। অর্থমন্ত্রী কহিলেন, 'কিন্তুএমতো যোগ্য কবি—

রাজা কহিলেন, 'আছে। তিনি হলেন বর্তমানেসর্বজনপ্রিয় অগ্রগণ্য কবি শ্রী নদেরচাঁদ হোড়'।

সংস্কৃতি-মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'আমিএই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালিতে সিদ্ধান্তটি গৃহীতহইয়া গেল।

দশ মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। নদেরচাঁদ হোড়রাজ্যীয়-কবি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া এই দশ মাস বিশ্বভ্রমণ করিয়া গতকল্যপদার্পণ করিয়াছেন।

রাজা সংস্কৃতি-মন্ত্রীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,'রাজ্যীয়-কবি বর্তমানে কেমন আছেন ?

মন্ত্রী কহিল, 'আজ্ঞে , ভালো'।

রাজা বলিলেন, 'তিনি কি আর লিখিতেছেন না? পত্র-পত্রিকায় বহুদিন তংাহার কোন্য রচনা দেখিতেছি না!'

'সম্প্রতি তাঁহার একখানি কাব্য প্রকাশিতহইয়াছে, মহারাজ।'

'কাব্য! কী নাম?'

'আজ্ঞে, নামটি বড় দীর্ঘ। তেমনি তাহাদুর্বোধ্য।'

'দুর্বোধ্য! কী রকম?'

'কবির কলম কেহ কিনিতে পারে না, তাহা দেবতাদের সহিত সমুদ্রমন্থনজাত অমৃত পান করিয়াছে।'

প্রাণ খুলিয়া হাসিবেনবলিয়া রাজা উন্মুখ হইয়াছিলেন। কাব্যের নাম শুনিয়া আর হাসিতে পারিলেননা। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে শুধু, কেহই জানিতে পারিল না, কেন,সুদর্শন চক্রের দ্বারা রাহুর মুণ্ডচ্ছেদনের দৃশ্যটি বার বার ভাসিয়া উঠিতেলাগিল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com